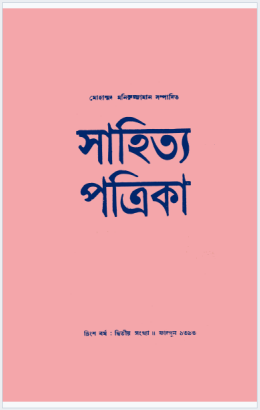

Vol. 30 | No. 2 | 1987

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

নেপালী, নেবারী এবং বাংলা

Volume	30
Issue	2
Year	1987
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	সৈয়দ আলী আহসান
Published online	February 1, 1987
DOI	10.62328/sp.v30i2.1
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v30i2.1
Pages	1-6
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

নেপালী, নেবারী এবং বাংলা

সৈয়দ আলী আহসান

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপাল রাজদরবারে প্রাপ্ত চর্যা-গীতিকা সম্পাদনা করে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে যখন প্রকাশ করেন তখন ভূমিকায় লিখেছিলেন যে নেপালে প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপিটি 'নেওয়ারী' অক্ষরে লিপিকৃত ছিল।[১] তিনি 'নেওয়ারী' শব্দটি ব্যাখ্যা করেননি। পরবর্তীতে চর্যাগীতিকা বিভিন্ন লোক সম্পাদনা করেছেন তাদেরও কেউ 'নেওয়ারী' কথাটির ব্যাখ্যা দেননি।[২] এর ফলে অনেকে ধারণা করেছিলেন যে 'নেওয়ারী' হচ্ছে নেপালী ভাষার বর্ণমালা। পণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ন সরহপার দোহাকোষ যখন সম্পাদনা করেন তখন উক্ত বর্ণমালার কিছুটা বিশ্লেষণ করেছিলেন।[৩] সেই বিশ্লেষণ সূত্রে 'নেওয়ারী' কথাটি ব্যবহার করেননি। তবে দোহাকোষের ভূমিকায় 'চচা' সঙ্গীত আলোচনা প্রসঙ্গে 'নেবারী' ভাষা সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন।[৪] তিনি লিখেছেন যে সিদ্ধাদের গীত অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত প্রচলিত ছিল অর্থাৎ যতদিন পর্যন্ত বৌদ্ধধর্ম উত্তর ভারতে বিদ্যমান ছিল। যেভাবে কবীর এবং অন্যান্য সন্তদের গান গাওয়া হয়ে থাকে সেভাবেই চর্যাগীতিগুলো গাওয়া হত। সরহপার সময়ে এবং তার পরে উত্তর ভারতে বৌদ্ধধর্ম মহাযানপন্থী ছিল না বজ্রযান হয়ে গিয়েছিল। সরহপা বজ্রযানী চর্যার প্রবর্তক ছিলেন। অবশ্য তার আপন দোহাকোষগীতির সূত্রপাতে তিনি ধর্ম আচরণে সর্বপ্রকার আনুষ্ঠানিকতা পরিহার করার কথা বলেছেন। ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম লুপ্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে চর্যাগীতিকার পাঠ লুপ্ত হয়। কিন্তু নেপালে তা বিদ্যমান থাকে। এই চর্যা শব্দের বিকৃত রূপ হচ্ছে চচা। চচা শব্দটি নেবারী ভাষার। নেপালে চচা সঙ্গীতের অনেকগুলো পাণ্ডুলিপি রাহুল সাংকৃত্যায়ন আবিষ্কার করেছিলেন। যদ্যপি চচা সঙ্গীতগুলো মূলত পূর্বী অপভ্রংশে রচিত কিন্তু যারা এই গানগুলো গাইতো তারা ইন্দোআর্য গোষ্ঠির মানুষ ছিল না। তারা ছিল নেবারী

ভাষাগোষ্ঠির মানুষ। এদের উচ্চারণে অপভ্রংশ শব্দগুলো বিকৃত রূপ ধারণ করে। এভাবে আমরা দেখতে পাই যে ত এবং ট-এর মধ্যে কোনো ভেদ নেই এবং র ও ল-এর মধ্যে কোনো ভেদ নেই। উদাহরণ স্বরূপ 'সতগুরু চরণ' নেবারী উচ্চারণে হয়েছে 'সতগুলুচলণ'। এভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে 'নেবারী' একটা সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাষা যার সঙ্গে ইন্দোআর্য ভাষার সম্পর্ক নেই। নেপালী হচ্ছে ইন্দোআর্য ভাষার পাহাড়ী শাখার অন্তর্ভুক্ত। অন্যপক্ষে নেবারী হচ্ছে—চীনা-তিব্বতী ভাষাগোষ্ঠির তিব্বতী-বর্মী উপশাখার অন্তর্ভুক্ত। আমি নিম্নে নেবারী ভাষার সঙ্গে বাংলা ও হিন্দী ভাষার পার্থক্যসূচক কিছু উদাহরণ দেব। এতে করে পাঠকের নেবারী ভাষার বৈশিষ্ট্য বুঝতে অসুবিধা হবে না। আমি ব্যাকরণের জটিলতার মধ্যে যাব না। এক্ষেত্রে ব্যাকরণের প্রয়োজনও নেই।

নিম্নে এই উদাহরণগুলি উপস্থিত করা হচ্ছে :

ক.

১. **নেপালী**
রাম কুদের / কুদী আয়ো।

২. **হিন্দী**
রাম দৌড়কর / দৌড়কে আয়া।

৩. **নেবারী**
রাম ধৈয়্ বল।

৪. **বাংলা**
রাম দৌড়ে এলো।

খ.

১. **নেপালী**
রাম ভনের / ভনী গয়ো।

২. **হিন্দী**
রাম কহকর / কহকে চলা গয়া।

৩. নেবারী
রাম ধয়া বন।

৪. বাংলা
রাম বলে চলে গেল।

গ.

১. নেপালী
উ রিসাঈ চিচ্যায়ো।

২. হিন্দী
উহ ক্রোধ করকে চিল্লা ওঠা।

৩. নেবারী
উ তঁ চায়া লয় লয় বুয়া হাল।

৪. বাংলা
সে ক্রোধ করে চীৎকার করে উঠলো।

ঘ.

১. নেপালী
হামীলে সোচী সমেঝী বোলনু পর্ছ।

২. হিন্দী
হামে সোচ সমঝকর বোলনা চাহিএ।

৩. নেবারী
ঝীসঁ বিচা য়ানা নবায়মা।

৪ বাংলা
অমাদের বিচার-বিবেচনা করে কথা বলা দরকার।

ঙ.

১. নেপালী
অপবিত্র ভএর নরক জানু।

২. হিন্দী
অপবিত্র হোকর নর্ক জানা।

৩. **নেবারী**

অপবিত্র জুয়া নর্কে বনেগু।

৪. **বাংলা**

অপবিত্র হয়ে নরকে যাও।

চ.

১. **নেপালী**

ম পশুপতিনাথকো দর্শন গরের ফর্কন্ছু।

২. **হিন্দী**

মৈ পশুপতিনাথকা দর্শন করকে লৌটুঙ্গা।

৩. **নেবারী**

জি পশুপতিনাথ্থা দর্শন য়ানা ল্যাহুঁ বয়ে।

৪. **বাংলা**

আমি পশুপতিনাথকে দর্শন করে ফিরবো।

ছ.

১. **নেপালী**

ম আউনালে কাম বন্যো।

২. **হিন্দী**

মেরে আনেসে কাম বনগায়া।

৩. **নেবারী**

জি বয়াগুলি জ্যা বনে জুল।

৪. **বাংলা**

আমার আসার ফলে কাজটি হয়েছে।

উপরের কয়েকটি উদাহরণই যথেষ্ট। এতে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে নেবারী একটি ভিন্ন ভাষাগোষ্ঠির অন্তর্ভুক্ত, যার সঙ্গে বাংলা অথবা হিন্দীর কোনো সম্পর্ক নেই। এর ব্যাকরণ সম্পূর্ণ ভিন্ন। অর্থাৎ ক্রিয়া-পদ্ধতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। শুধু নামবাচক শব্দের মিল রয়েছে।

নেপালে প্রাপ্ত চর্যাগীতিকার পাণ্ডুলিপি অথবা দোহাকোষের পাণ্ডুলিপি যে লিপিতে পরিস্ফুটিত হয়েছিল সে লিপি দেবনাগরী লিপির কাছাকাছি, অনেকটা দেবনাগরীর বিকৃতরূপ বলা যেতে পারে। কিন্তু নেপালে মুদ্রণের ব্যবহার কার্যকর হওয়ার পর থেকে নেপালের সকল প্রকার গ্রন্থাদি দেবনাগরী হরফে মুদ্রিত হয়ে আসছে। মুদ্রণের ক্ষেত্রে বহুদিন পর্যন্ত এবং বর্তমানে অংশত নেপাল ভারতের উপর নির্ভরশীল ছিল এবং আছে। তবে নেপাল রাজকীয় প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হবার পর থেকে নেপালেই গ্রন্থাদি প্রকাশের চেষ্টা চলছে। ইংরেজী গ্রন্থাদি বর্তমানে নেপালেই মুদ্রিত হচ্ছে কিন্তু নেপালী ভাষার মুদ্রণের ব্যবস্থা এখনো প্রধানত ভারতেই হয়। চর্যাগীতিকা নেপালে যখন লিপিকৃত হয় তখন সেই অঞ্চলের প্রচলিত লিপিতেই প্রস্ফুটিত হয়েছিল। শুধু চর্যাগীতিকা নয় বিনয়শ্রীর গীত, সুগতশ্রীর কীর্তিধ্বজ প্রশস্তি, সরহপার দোহাকোষ, বিভূতিচন্দ্রের বিবিধ গীত ইত্যাদি যে সমস্ত পাণ্ডুলিপি নেপালে পাওয়া গিয়েছে সবই স্থানীয় লিপিতে পরিস্ফুটিত হয়েছে। এই লিপি নেপালে প্রচলিত সকল ভাষার জন্যই ব্যবহৃত হত।

পণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ন নেপালে অবস্থানকালে 'চচা' সঙ্গীতের প্রায় ১৮টি পুঁথি পেয়েছিলেন। যার মধ্যে অধিকাংশই একশ বছরের পুরাতন। নেপালে তিন চারশ বছরের পুরনো পুঁথি পাবার সম্ভাবনা আছে বলে রাহুল সাংকৃত্যায়ন বলেছিলেন। কাহ্নপার একটি বজ্রগীতি 'চচা' সঙ্গীতে কিভাবে রূপান্তরিত হয়েছে নিম্ন উদাহরণে তা সুস্পষ্ট হবে:

কোল্লই রে ঠিঅ বোল্ল মুম্মুণি রে কক্কোলা।
ঘণই কিপীটহ বজ্জহ করুণে কিঅই ণ রোলা॥
তহি পল খাজই গঢ়ে মঅ ণ পিজ্জই।
হলে কলিঞ্জর পাণিঅই দুন্দুরু তহঁ বজিজঅই॥

গুণ্ডরীপার চর্যা 'চচা'তে রূপান্তরিত হয়ে নিম্নরূপ ধারণ করেছে:

ত্রিহন্তা চাপয়ি জোগিনী দেহ কবারি।
কমলকুলিস ঘন করহ বিয়ালে॥
জোগিনী তুম্হ বিনু খনহ ন জিবয়ি।
তোলা মূহ চুবিলে কমল সম্পিবহি॥

ক্ষেপহু জোগিণী রেপ ন জায়ি।
মণি কুল বহিয়া রে বদিয়া নে সমায়ি॥
সাসূ ঘলে ঘন কুঞ্চিয়া রে চন্দ সূর্য দূয়ী যক্ষেণ ভণ্ডী।
ভনয়ি গোদাবরী হমে কুদূরে বীএ।
নরয় তালি মাঝে উভয় বুম্বিরা॥

ভাষাগত সাম্য না থাকলেও নেপাল অঞ্চলে পরিচিত হওয়ার কারণে চর্যাগীতি ক্রমশঃ ভিন্ন ভাষাগোত্রের 'নেবারী' ভাষার সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে পড়ে। যার উদাহরণ 'চচা' গীতে লক্ষ্য করা যায়। 'চচা' গীতে আমরা কাহ্নপা, জালন্ধরপা, নাগার্জুন, গুণ্ডরীপা, লীলাপা এবং বিরূপার চর্যা-গীতির রূপান্তর পাই। এ-সম্পর্কের কারণে চর্যাগীতিকাসূত্রে 'নেবারী' ভাষা নিয়ে আলোচনা হওয়া প্রয়োজন।

প্রাসঙ্গিক উল্লেখ

১ বৌদ্ধগান ও দোহা: হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত। যে কোনো সংস্করণ অবলম্বন করলেই চলবে।

২ ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী এবং ডক্টর সুকুমার সেন।

৩ রাহুল সাংকৃত্যায়ন সম্পাদিত সরহপার দোহাকোষ। বিহার রাষ্ট্রভাষা কর্তৃক প্রকাশিত। পরিশিষ্টের ফটো প্রতিলিপি দ্রষ্টব্য।

৪ তদেব।

৫ পচ্চীস বর্ষকা ভাষিক চর্চা: সম্পাদক, বলিকৃষ্ণ পোখরেল: নেপাল রাজকীয় প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠান। উক্ত গ্রন্থের তারানাথ শর্মা লিখিত—"কেহী দক্ষিণ এসিয়ালী প্রতিনিথি ভাষাহরূমা ক্রিয়াবাট বনিনে সংযোজক হরূ" প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য।